# পাঠক ফোরাম

## ব্যবসায়িক ফন্দি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এক সময় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হতো। সবাই এখানে পড়ার স্বপ্ন দেখে। আর এই অনুভূতিকে পুঁজি করেই সম্প্রতি ঢাবি কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় শিফট চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রাইভেট ভার্সিটির মতো এর সব ব্যয়ভার ছাত্রদের বহন করতে হবে। ক্লাস হবে বিকেল থেকে সন্ধ্যাবধি। প্রাইভেট ভার্সিটিগুলোতে ভর্তি হতে মেরিটের চেয়ে টাকার কদর বেশি আমরা জানি। ঢাবি'র দ্বিতীয় শিফটও ঠিক তাই হবে। টাকা এবং লবি'র জোর যাদের থাকবে তারাই শুধু ঢাবি'র দ্বিতীয় শিফটে পড়তে পারবে। যে শিক্ষকগণ বিকেলের শিফটে ক্লাস নেবেন তারা প্রথম শিফটের মেধাবী ছাত্রদের জন্য কতোটা শ্রম দিতে পারবেন তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

**ফরিদ ফেরদৌস**
**নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ**
**জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়**

## প্রিয় জাহিদ হাসান

শমিতের বয়স ৭ বছর। ংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ক্লাস ওয়ানে পড়ে। তার প্রিয় অভিনেতা জাহিদ হাসান। স্কুলে যাবার পথে সিগারেট কোম্পানির বিজ্ঞাপনে জাহিদ হাসানের প্রচুর ছবি দেখতে পেয়ে, শিশু মনের কৌতূহল নিয়ে তার মা-কে জিজ্ঞেস করছে মা-মণি জাহিদ হাসানের সঙ্গে সিগারেট কেন? তুমি না বলেছ, সিগারেট পচা জিনিস! তাহলে জাহিদ হাসান কি পচা জিনিস খায়? শমিতের মতো নিষ্পাপ শিশুসহ অগণিত ভক্তের জাহিদ হাসানের প্রতি জিজ্ঞাসা- স্বাস্থ্য ও সামাজিক ক্ষতির একটি পণ্যের বিজ্ঞাপনে আপনার আসার কি দরকার ছিল?

**ডা : ম. মুনীর**
**রাজশাহী মেডিকেল কলেজ**

## এ ক টি অ ন ব দ্য স ং খ্যা

নিঃসন্দেহে লেখালেখি একটি সৃজনশীল কাজ এবং এই কাজের সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছেন বলা বাহুল্য তারাও সৃজনশীল মানুষ। প্রিয় সাপ্তাহিক ২০০০-এর বৈশাখ বিশেষ সংখ্যা পড়ে বুঝলাম, এক বিশাল সংখ্যক সৃজনশীল লেখকের মেলা বসেছিলো ফিলিপ্স সাপ্তাহিক ২০০০ গল্প লেখা প্রতিযোগিতাকে উপলক্ষ করে। সারা দেশের হাজার হাজার লেখকদের মজাদার সব লেখা ২০০০-এর বৈশাখ সংখ্যায় পড়ে ভালো লেগেছে। অবাক হয়েছি রংপুরের মতো ছোট, নিরিবিলি শহর থেকে এই প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করেছেন ৬০৪ জন লেখক! প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী জেলাগুলোর মধ্যে রংপুর তৃতীয় বৃহত্তম প্রতিযোগী হয়েছে। আশা জাগানিয়া এই ব্যাপারটি খুব ভালো লেগেছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল লেখকদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

**সামুয়েল ইকবাল, রয়্যাল পেপার স্টোর, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর**

## গ্যাস সিলিন্ডার

আসাদগেট থেকে মিরপুর রোড হয়ে সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড় পর্যন্ত প্রধান সড়কের ওপরে মার্কেট বা ফুটপাতের ওপর রাখা অবৈধ, বিপজ্জনক গ্যাস বেলুনের সিলিন্ডারগুলো যে কোনো সময় ফেটে ঘিয়ে ঘটাতে পারে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এতে মানুষের প্রাণহানি ছাড়াও ক্ষতি হতে পারে স্থাপনাগুলোর। এরকমই একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে। সেখানে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে গিয়ে যে দুর্ঘটনাটি ঘটে তাতে কয়েকটি লাশ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই এই ভয়ঙ্কর গ্যাস সিলিন্ডারগুলো সরিয়ে নেয়ার জন্য আমি যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**মোঃ ইসহাক**
**ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা**

## অক্ষমতা না অবহেলা

সম্প্রতি ঢাকায় দশম বাংলাদেশ গেমস্ অনুষ্ঠিত হলো। তিন কোটি টাকা বাজেটের এই জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান। জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান,আতশবাজির রঙছাটায় সমাপনী। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, একটা জাতীয় অনুষ্ঠানকে জাতীয় ক্রীড়াবিদরা শুধু খালি পায়ে দৌড়ে অবতীন হয়েছেন। টিভির মাধ্যমে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অগণিত দর্শক দেখতে পেয়েছে যে, একুশ শতকে এখনও অ্যাথলেটরা খালি পায়ে দৌড়ান। আমরা কি এতই গরিব যে, আমাদের ক্রীড়াবিদদের রানিং সু, নিদেনপক্ষে একজোড়া কেডস্ও জোগাড় করে দিতে পারছি না। এটা কি আমাদের অজ্ঞতা, অক্ষমতা, দৈন্যতা না ক্রড়াবিদদের প্রতি অবহেলা?

**ডা . ম. মুনীর**
**রাজশাহী মেডিকেল কলেজ**

## গণতান্ত্রিক মানসিকতা

সরকারের মেয়াদ পূর্ণ হয়। ক্ষমতা দেওয়া হয় কেয়ারটেকার সরকারকে। অতপর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শুরু হয় নতুন সরকারের পথ চলা। সেই চলার সাথী হয় বিরোধী দল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এমন একটি চিত্রই আমরা কল্পনা বা কামনা করি। কিন্তু ক্ষমতার লোভ বুঝি কাউকেই ছাড়ে না। প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্থূল কারচুপির অভিযোগ ওঠে। অথচ আমাদের সবার মত বিদেশী পর্যবেক্ষকরাও জানেন নির্বাচন হয়েছে সুষ্ঠু ও সাবলীল। তাহলে এ বাস্তব সত্যটা মেনে নিতে বিরোধীদলীয় নেত্রীর সমস্যাটা কোথায়? নতুন সরকার গঠিত হলো প্রায় ৬ মাস। কিন্তু এর মধ্যে একবারও বিরোধী দল সংসদে এসে তাদের গণতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় দেননি। তাহলে এরকম বিরোধী দলের কাছে আমরা কি আশা করতে পারি?

**রৌশনারা ইসলাম (শিউলী)**
**সরকারি জিয়া মহিলা কলেজ, ফেনী**

## আ ই নে র শা স ন

প্রতিটি মানুষের ভেতরেই দানবের দখল আছে! দানবের প্ররোচনায় মানুষ অপকর্মে লিপ্ত হয়। এ কারণেই বিখ্যাতজনেরাও দানবের কাছে পরাজিত হয়ে দুর্নামের লাল আঁচড় লাগায় জীবন কাহিনীতে। মানুষ সব সময় মানবিক আচরণ করবে এটাই সমাজ ও রাষ্ট্রের চাওয়া। মানবতার পরিবর্তে যা করা হয় সেটাই 'অন্যায়'। সমাজে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা আর অন্যায়কে কবর দেয়ার জন্য রয়েছে 'আইন'। মধ্যযুগে আইনের বালাই ছিলো না বলেই 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা'কে নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্র ঘৃণা বর্ষণ করে এখনো। আমাদের দেশ জন্মলাভের পর থেকে যে সরকারগুলো প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং দেশকে শাসন করেছে, সবাই আইনের শাসনের বাগাড়ম্বর শুনিয়েছে দেশবাসীকে। মূলত 'আইনে শাসন' সব সময়ের 'কাজীর গোয়ালের গরু' হয়ে থেকেছে এদেশে। ফলে দলীয় শাসনই দেখতে হয়েছে জাতিকে। অথচ নগর নাগরিক, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতির জন্যে আইনের শাসনের বিকল্প নেই। বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলো আইনের শাসনের বদৌলতেই শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে আইনের শাসনের পরিবর্তে দলীয় শাসনকেই আঁকড়ে থাকার কারণে রসাতলে যাচ্ছে এদেশ।

**মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ, বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম**

## বিয়ের কনে দেখা

বিয়ে। দুটো পরিবারের একটি প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে ও মেয়ের মেলবন্ধন। যা একটি ধর্মীয় বিধান তথা চুক্তি। অধুনায় মানবাধিকার দর্শনটির প্রেক্ষিতে মেয়েদের অধিকারের প্রতিপালনে তারা আজ বেশ সচেষ্ট। মেয়েরা আজ পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জীবন ও জীবিকার সর্বক্ষেত্রে তাদের স্বগৌরব পদচারণায় ব্যাপৃত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সারভাইবাল অব দি ফিটেস্ট কিংবা সেই যোগ্যতরের ঊর্ধ্বতনের প্রেক্ষাপটে তথা মুক্তবাজার অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুরুষদের চেয়েও এগিয়ে রয়েছে। তারপরও সামাজিকতার দিক দিয়ে সেই মধ্যযুগীয় পন্থায় কনে দেখার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের নির্যাতন-নিষ্পেষিত হতে হচ্ছে। কনে দেখার নামে এখনও 'কুজবরণ কন্যা তোমার মেঘ বরণ চুল'-এর অধিকার নিয়ে পাত্র পক্ষ দেখছে মেয়েটির মুখাবয়ব থেকে আরম্ভ করে তার চোখ, কান, নাক, কপাল, গ্রীবা, চুল, হাত-পা, হাঁটা ও দাঁড়াবার ভঙ্গিসহ আরো কত কি? তার ওপরে আছে

## টোকাই

প্রাক-যোগ্যতার অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে ইন্টারভিউ-এর নামে নানাবিধ জ্বালা-যন্ত্রণা।

**মোহাম্মদ রফিকউল্লাহ এমরান**
**কলেজ কোয়ার্টার, হবিগঞ্জ**

## হারাচ্ছি আবেগ

সময়ে সময়ে ঢাকা শহর মেলার শহর। বইমেলা, পুষ্পমেলা, বাণিজ্য মেলা, বৃক্ষমেলা, পশুমেলা এবং কম্পিউটার মেলা ইত্যাদি। ইদানীং শেষ হলো কম্পিউটার মেলা। সৌখিন বিলাসবহুল অট্টালিকায় বিলাসী স্টল নজর কাড়ে। অস্বীকার করার জো নেই, একুশ শতক ইনফরমেশন টেকনোলজির সোনালি শতক। মহার্ঘ্য Computer সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার ভেতর আসা কঠিন। কারণ আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ বাস করছে দারিদ্র্যসীমার নিচে। জুলভার্নের একুশ শতক, বিলগেটসের বাণিজ্যিক একুশ শতক, আলো ঝলমল Affluent 21st century স্বল্প আয়ের মানুষকে কি বিজ্ঞানের ছোঁয়া দেবে? আমাদের জীবনে উতপ্রোতভাবে যন্ত্র চলে এসেছে। আমাদের ব্রেইন-এর ইন্টিলিজেন্স সেন্টার শাসন করছে কম্পিউটার আর কম্পিউটার চালাচ্ছে জীবন ও জগৎ। আমরা দিন দিন গতির দিকে, বাস্তবতার দিকে এগোচ্ছি। বেগ পাচ্ছি, আবেগ হারাচ্ছি।

**ডাঃ মোস্তাফা এ রহিম**
**মিরপুর, ঢাকা**

## ফিরে আসছে পলিব্যাগ!

চট্টগ্রামে ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে পলিব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও তা রূপ বদল করে ফিরে এসেছে। এসব পলিথিন একটু মোটা এবং ২ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। মানুষ দেদারছে এসব পলিব্যাগ কিনছে এবং ফেলছে। খুব কম মানুষই এগুলো দু'তিনবার ব্যবহার করছে এবং অধিকাংশ মানুষ ১ বার ব্যবহার করেই ফেলে দেয়। এসব পলিব্যাগ পরিবেশের জন্য আরো বেশি হুমকিস্বরূপ। আপাতদৃষ্টিতে পলিব্যাগে সমস্যার সমাধান হলেও অচিরেই তা আরো বিকট আকার ধারণ করবে। কর্তৃপক্ষ যদি এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে চটের ও কাপড়ের ব্যাগের সহজলভ্যতা বাড়াতে পারেন তবেই এ সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করা যায়।

**Nat, Department of Marketing**
**email : abserW@,**
**webbangaldesh.com**

## আগাছা উৎপাদন করুন

নেত্রী শেখ হাসিনা'র দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করার জন্য এই লেখার প্রয়োজনীয়তা। নেত্রীর এপিএস বাহাউদ্দিন নাছিম, বডিগার্ড মানু মজুমদার সন্ধন্ধে বলার জন্য লিখছি। নেত্রীর প্রধানমন্ত্রিত্ব থাকা অবস্থায় গত পাঁচটি বছর এই দু'জনের দৌরাত্ম্য এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে হাজার হাজার ত্যাগী নেতা-কর্মী এদের দ্বারা লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়েছেন। সবাই ধারণা করতেন এরাই দলের সেকেন্ড-ইন কমান্ড। এদের আনুকূল্য পেলেই তবে শেখ হাসিনার কৃপাদৃষ্টি পাওয়া যাবে। এরা নিজেরা কোটি কোটি টাকা কামিয়েছেন দলের নাম ভাঙিয়ে। যেমন- মধুপুরের কোল্ড স্টোরেজের নামে ব্যাংক লোন আত্মসাৎ, সিলেটের একটি পাওয়ার প্লান্ট-এর কোটি কোটি টাকার কমিশন, তাছাড়া তদবির ব্যবসা করে কোটি টাকা কামানোর ইতিহাস- এসব বলে শেষ করা যাবে না। নেত্রীর এখনই এসব ব্যাপারে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে। এদের ডাস্টবিনে ফেলে নতুন করে ত্যাগী, বুদ্ধিমান, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কাউকে এসব পদে বসাতে হবে।

**নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক**
**ঢাকা**

## কোন পথে দেশ?

পাশাপাশি দুটো বিষয় একটিতে নকল বিস্তারে শিক্ষকদের ভূমিকার কথা, অন্যটিতে ব্যবসা বুদ্ধির পাল্লায় শিক্ষাকে তুলে দিতে ব্যাগ্র বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কথা। শিক্ষা ক্ষেত্রের ব্যাপক দৈন্যদশা ফুটে উঠেছে লেখাগুলোতে। মেধার জোরে নয়, অর্থের জোর শিক্ষা আজ ব্যক্তিগত সম্পত্তি। অন্যদিকে অর্থের ও সুবিধার অভাবে বিদ্যাহীন অজ্ঞ সাধারণ্যে নকলের ব্যাপক বিস্তার– কোনদিকে চলছে এ দেশ? দিক নির্দেশনার নিরিখে ২০০০-এর এই প্রচেষ্টা বাস্তবিক প্রসংশনীয়। পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় শিফ্ট প্রচলনের বিরুদ্ধে ২০০০-এর তোলা প্রশ্নগুলোর অকুণ্ঠ সমর্থন করছে, যথাযথ কর্তৃপক্ষ তাদের সদয় নজর প্রদান করেন কিনা সেটাই দেখার বিষয়।

**অবাক, রূপনগর**
**Minoarvaoo7@hotmail.com**

## প্লিজ একটা কিছু করুন

সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান অধিকার, বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র থেকে সরবরাহ করা একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে গত মার্চ মাসে দেশজুড়ে সংঘটিত অপরাধের একটি করুণচিত্র প্রকাশিত হয়েছে যাতে দেখা যাচ্ছে, মার্চে দেশ খুন হয়েছে ২৫৮টি, ১২২ জন নারী ধর্ষিত হয়েছে যাদের মধ্যে ৪৮ জন শিশু, ১৯ জন নারী হয়েছে এসিডদগ্ধ। এছাড়া ধর্ষণের শিকার হয়ে আত্মহত্যার ঘটনা লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গেছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। আমরা যে খুব চমকে উঠেছি, তা কিন্তু নয়। কারণ প্রতিদিনই তো পত্রিকার পাতায় খুন-ধর্ষণের পাশব বিবরণ পড়তে হচ্ছে আমাদের। কিন্তু ওইসব ঘটনা আমাদের বিবেকে কোনো অভিঘাত রাখে কী-না সন্দেহ, অসহায় নির্যাতিত মানুষদের জন্যও আমাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হয় না কোনো বিচলনের। সবখানেই এখন প্রতিকারহীন অধঃপতনের ধুম। প্রিয় পাঠক, আপনাকেই বলছি : সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগেই প্লিজ, একটা কিছু করুন!

**তানভীর আহমেদ, ১৩/এ হাউজিং এস্টেট, সিলেট**

## ভুল সংশোধনী

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ১৯ এপ্রিল বর্ষ ৪, সংখ্যা ৪৮ (নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা)তে ১৪ ও ১৫ পৃষ্ঠায় **লিপটন তাজা এক্সোটিকা** চায়ের প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে প্রিন্টিংজনিত ভুলের কারণে সঠিক রং ছাপা হয়নি। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য সাপ্তাহিক ২০০০ আন্তরিকভাবে দুঃখিত। বিজ্ঞাপনটি এই সংখ্যায় ৪২ ও ৪৩ পৃষ্ঠায় পুনরায় প্রকাশিত হলো।